শেয়ার বাজার
নির্দেশিকা

আমাদের এই নির্দেশিকাটি বাংলাদেশ শেয়ার বাজারকে নিয়ে। প্রায় তিন মিলিয়ন বিনিয়োগকারী এই বাজারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রয়েছে এবং সামনে এই সংখ্যা বাড়বে এই প্রত্যাশা নিয়ে আমরা এই নির্দেশিকাটি প্রকাশ করছি। শেয়ার বাজারের প্রচলিত কিছু অবস্থা সম্পর্কে সচেতনতা তৈরীর লক্ষ্যে এই নির্দেশিকাটি সাধারণ বিনিয়োগকারীদের কিছুটা হলেও সহযোগিতা করবে। ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ রক্ষার্থে এই নির্দেশিকাটি পরবর্তীতে আরো সম্প্রসারিত আকারে প্রকাশ করা যেতে পারে।

SAI GLOBAL
Certified System
ISO 9001
The First ISO certified Chamber in Bangladesh

DCCI
ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি

মূলধন বাজার (Capital Market)

মূলধন বাজার দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং শিল্পায়নের একটি ব্যারোমিটার। ত্বরান্বিত শিল্পায়নের লক্ষ্য অর্জনে মূলধন বাজার বিশেষ ভূমিকা পালন করে। সব ধরনের দীর্ঘমেয়াদী আর্থিক হাতিয়ার ও এগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি এ বাজারের অন্তর্ভুক্ত। সরকারী ও বেসরকারী খাতের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এ মার্কেট থেকে অর্থ উত্তোলনের আশায় সিকিউরিটিজ বিক্রি করে। প্রাইমারী এবং সেকেন্ডারী উভয় ধরনের ক্ষেত্রে বিনিয়োগের দ্বারা এ মার্কেট গঠিত হয়। এখানে বিনিয়োগ একদিকে যেমন লাভজনক অন্যদিকে তেমনি ঝুঁকিপূর্ণ। ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীগনের তাই সচেতন হয়ে এখানে বিনিয়োগ করা উচিত। নিম্নে মূলধন বাজারে ব্যবহৃত বিভিন্ন টার্মস এর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হলো।

শেয়ার : শেয়ার হলো কোম্পানির পরিশোধিত মূলধনের একটা অংশ। কোন একটি কোম্পানির সব শেয়ারকে একত্রে বলা হয় স্টক। যেমন - বাটা কোম্পানির সব শেয়ারকে বলা হয় বাটার স্টক। শেয়ারের সংখ্যা জানতে হলে পরিশোধিত মূলধনকে পার ভ্যালু দিয়ে ভাগ দিতে হয়।

শেয়ারের মূল্যসূচক : সূচক হলো গড়ের পরিমাপ। সূচকের হ্রাস-বৃদ্ধি বা পরিবর্তন মাপার জন্য একটি বেইজ বা রেফারেন্স ভ্যালু ব্যবহার করা হয়। বেইজ ভ্যালুর চেয়ে বাজারের মূল্য বাড়তে থাকলে সূচক বৃদ্ধি পেয়েছে বলা যায়। আবার বেইজ ভ্যালুর চেয়ে হ্রাস পেলে শেয়ার বাজার খারাপ যাচ্ছে বলা যায়।

বোনাস শেয়ার : বর্তমান শেয়ারহোল্ডারদেরকে বিনা অর্থে কোম্পানি কর্তৃক অতিরিক্ত শেয়ার প্রদান করা হলে বোনাস শেয়ার প্রদান করা হয়েছে বলা হয়।

বুলস (Bulls) : যখন আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের বাজার দর গড়ে উপরের দিকে উঠতে থাকে তখন একে বলা হয় বুলস ট্রেড।

বিয়ারস্ (Bears) : যখন আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের বাজার দর গড়ে নীচের দিকে নামে তখন একে বলা হয় বিয়ারস্।

স্ট্যাগস (Stags) : স্ট্যাগস হচ্ছে তারা যারা কেবল নতুন ইস্যুর বাজারে লেনদেন করে।

ব্লু চিপস (Blue Chips) : অতি-উঁচু ধরনের শেয়ার যেগুলো সময়ের সাথে সাথে মানের দিক দিয়ে বাড়ে। বাংলাদেশের বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর শেয়ার এ পর্যায়ে পড়ে। ঠিক এর বিপরীত অবস্থাকে বলা হয় রেড চিপস (Red Chips).

DRAGON	0.285	0.295	0.285	76T	ENVESTRA	1.06	1.07	1.
DROMANA	0.36	0.38	0.36	0	ENVIRON	-	-	0.0
DUET	2.48	2.49	2.49	3HT	ENVIROZEL	0.135	0.14	0.
DUI	2.22	2.25	2.22	0	ENVMISSION	0.245	0.255	0.2
DULHUNTY	0.043	0.05	0.05	0	ENVN GROUP	0.255	0.26	0.2
DURBAN RD	2.20	2.24	2.20	7T	EPITAN	1.02	1.03	1.
DWYKA	0.73	0.75	0.72	0	EQITX LTD	0.30	0.305	0.
E.A.COFFEE	6.00	6.20	6.00	3T	EQUATL MIN	4.05	4.20	4.
EAGLE BAY	0.105	0.11	0.105	2HT	EQUIGOLD	1.55	1.56	1.
EARTH SANC	-	-	0.145	0	EQUINOXMIN	0.69	0.75	0.
EAST COAST	0.11	0.13	0.11	0	EQUITY.TR.	10.06	10.30	10
EAST CORP	0.073	0.074	0.07	2H	ERA	6.24	6.28	6
EASTLAND	0.285	0.28	0.28	72T	ERAWAN	-	-	0.
EASTNSTAR	0.23	0.235	0.235	2HT	ERG LTD	0.315	0.32	0
EASYCALL	0.081	0.085	0.081	3T	ERO	0.068	0.10	0.
EBET	0.17	0.175	0.17	6HT	ESERV	0.68	0.70	0
EC-ASIA	0.25	0.275	0.27	0	ESSA AUST	0.315	0.32	0

জবার (Jobber) : এরা হলো শেয়ার বাজারের পাইকারী বিক্রেতা। জবার শেয়ারের দু'টো দাম উপস্থাপন করে ব্রোকার, এরপর তার মতামত জানায়। যুক্তরাষ্ট্রে জবারদের বলা হয় Specialist।

রাইট ইস্যু (Right issue) : কোম্পনি যখন শেয়ারহোল্ডারকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে শেয়ার প্রদান করে তখন রাইট ইস্যু বলা হয়। রাইট ইস্যু পূর্বমূল্য বা নতুন নির্ধারিত যে কোন মূল্যেই হতে পারে। যদি শেয়ারহোল্ডাররা রাইট ইস্যুর পুরো অংশ না নেন তাহলে আন্ডাররাইটাররা বাকী অংশ নিতে পারে বা কোম্পানি চাইলে অন্যত্র বিক্রি করতে পারে।

ডিভিডেন্ড : কোম্পানি প্রফিটের যে অংশ কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদন সাপেক্ষে শেয়ারহোল্ডারদের বিতরণ করে তাকে ডিভিডেন্ড বলে।

ব্রোকার : যে ব্যক্তি কমিশনের বিনিময়ে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ে মধ্যস্থতা করেন তাকে ব্রোকার বলে। কমিশনের অংশ স্টক একচেঞ্জ প্রশাসন ঠিক করে দেয়।

কমিশন : লেনদেনের একটি ক্ষুদ্র অংশ যা ব্রোকার পায়।

ইকুইটি (Equity) : কোম্পানির সাধারণ মূলধনের নাম, যা সাধারণ শেয়ারের মাধ্যমে প্রতিভাত হয়। একটি কোম্পানির সম্পদ থেকে দায় বাদ দিলে যা থাকে তাই ইকুইটি (Equity)|

মিউচুয়াল ফান্ড : এমন একটি ফান্ড যার উদ্দেশ্য অর্থ বাজার ইন্সট্রুমেন্টে বিনিয়োগের জন্য এক বা একাধিক স্কীমের অধীন জনসাধারণের নিকট ইউনিট বিক্রয়ের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করা।

প্রিমিয়াম : অভিহিত মূল্য বা Par Value - এর উপরের মূল্যকে প্রিমিয়াম বলে।

পার ভ্যালু (Par Value) : কোন শেয়ারের দেয় আর্থিক মূল্য (Nominal value), এটাকে অভিহিত মূল্য বলে। কোন share যদি at par - এ থাকে তাহলে এটার বাজার দর এবং আর্থিক মূল্য একই।

Speculation : স্পেকুলেশন হচ্ছে এমন একটি অবস্থা যে সময়ে কোন ব্যক্তি দীর্ঘমেয়াদী চিন্তা না করে অল্পকিছু লাভের আশায় শেয়ার কিনে থাকে।

এরা সাধারণত শেয়ার এর Intrinsic value বা আসল মূল্য নিয়ে চিন্তা করে না বরং একটি Situation এর জন্য অপেক্ষা করে কখন দাম বাড়বে। সুতরাং Speculation এবং Investment দুটো সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়।

শেয়ার বিক্রয়/ক্রয়ের সময় সতর্কতা বা কি পর্যবেক্ষণ করা উচিত :

(১) অতি উচ্চ মূল্য বা সূচকের উর্ধ্বগতির সময় শেয়ার না কিনে বিক্রি করে দেয়াই ভালো।

(২) সাধারণ বিনিয়োগকারীদের উচিত সেই শেয়ারটি কেনা যা সাধারনত অধিক হারে ক্রয়-বিক্রয় হয়ে থাকে।

(৩) কোন কোম্পানির শেয়ার যখন উদ্যোক্তারা কিনেন তখন বুঝতে হবে শেয়ার এর ভবিষ্যৎ মূল্য বাড়বে।

(৪) শুধু ডিভিডেন্ড না দেখে EPS এবং P/E ratio দেখা উচিত।

$$\text{EPS (ই.পি.এস)} = \frac{\text{কর বাদে নীট মুনাফা}}{\text{মোট ইকুইটি শেয়ারের সংখ্যা।}}$$

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অনুপাত ঃ

$$\text{পি.ই. (P/E) রেশিও} = \frac{\text{Price observed (বর্তমান বাজার মূল্য)}}{\text{Earning per share (প্রতি শেয়ারের আয়)}}$$

পি.ই. দেখে বুঝা যায় একজন বিনিয়োগকারী আয়ের তুলনায় কত মূল্যে শেয়ার কিনছে। এটা যদি ১০ হয় তাহলে বুঝতে হবে ১ টাকা আয় করার জন্য বিনিয়োগকারী ১০ টাকা দিতে রাজী আছে। আরো বুঝা যায় যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বর্তমানে যে মূল্যে শেয়ার কিনল তা ফেরত পেতে তার ১০ বছর সময় লাগবে। P/E যদি কম হয় তাহলে সাধারণ ভাবে এটা কম ঝুঁকিপূর্ণ তবে এর সাথে EPS ও DPSও বিবেচনা করতে হবে। শুধু P/E দেখে বাংলাদেশের শেয়ার মার্কেট এর শেয়ার কেনা উচিত নয়। P/E কম এবং EPS অথবা DPS ভালো এমন শেয়ারই কেনা উচিত।

উপার্জনের হার (Yield rate) ঃ EPS ও DPS ভালো হলে উপার্জনের হারও ভালো হয়। অনেক সময় উপার্জনের বর্তমান হার কম হলেও অন্যান্য Offer যেমন রাইট, বোনাস শেয়ার প্রদান বেশি থাকে সে ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে ভালো মুনাফা লাভের আশায় শেয়ার কেনা যেতে পারে।

নতুন ইস্যুর ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত কিভাবে নিতে হবে? IPO বলতে সাধারণতঃ প্রাথমিকভাবে জনসাধারণের কাছ থেকে মূলধন সংগ্রহ করার জন্য offer করা বুঝায়। কোম্পানি প্রথমবারের মত Share অথবা Common Stock সমূহ IPO এর মাধ্যমে ইস্যু করে থাকে।

IPO এক্ষেত্রে যে সকল সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত -

(১) এই গ্রুপের নতুন ইস্যুকৃত শেয়ার বাজারে আছে কিনা ?

(২) IPO - এর মাধ্যমে যে শেয়ার বাজারে আসছে তার ব্যবস্থাপনায় কারা আছে, তারা অন্য যে ব্যবসায় জড়িত সেগুলো কি এবং সবশেষে বাজারে তাদের সুনাম আছে কিনা ?

(৩) শেয়ারের আন্ডাররাইটার কারা, পরিচিত কোন প্রতিষ্ঠান করছে কিনা ?

(৪) যে ফার্ম ইস্যুয়িং কোম্পানির অডিট করেছে সে ফার্ম সম্পর্কে বিনিয়োগকারীদের আস্থা আছে কিনা ?

(৫) কোম্পানি যদি একই সাথে ডিবেঞ্চার ছাড়ে তাহলে তা কত টাকার এবং এই টাকা পরিশোধ করার ক্ষমতা কোম্পানির আছে কিনা ? ইত্যাদি।

সেকেন্ডারী মার্কেটে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ে সতর্কতা ঃ যে মার্কেটে একজন Investor, অন্য একজন Investor থেকে শেয়ার ক্রয় করে বা বিক্রয় করে তাকে Secondary Market বলে।

(১) একাধিক ব্রোকারকে একই অর্ডার দিলে অসুবিধা হতে পারে। যেমন দুজনকে ১০টি শেয়ার বিক্রি করতে বললে ২০টি শেয়ার বিক্রি হয়ে যাবে।

(২) ব্রোকারকে সব সময় Account Payee চেক দেয়া উচিত এবং ব্রোকার থেকে রশিদ নিয়ে রাখা উচিত।

(৩) ব্রোকার থেকে সিদ্ধান্ত না নিয়ে বিশেষজ্ঞের সাথে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিন। অর্থাৎ কোন সিদ্ধান্তই ব্রোকার Representative এর কাছে থেকে নেয়া উচিৎ নয়।

(৪) একেবারে উঁচু দাম বা নিচু দামের জন্য অপেক্ষা না করাই ভালো।

(৫) শেয়ারের মালিকানায় কোম্পানি যারা পরিচালনা করছেন তাদের অংশ যদি বেশি থাকে তাহলে আশা করা যায় কোম্পানির ভবিষ্যৎ ভালো।

(৬) ঋণ করে শেয়ার কিনতে হলে দেখতে হবে শেয়ার থেকে সে ব্যয় উঠে আসে কিনা। সে ব্যয় উঠে না আসলে সেই ঋণ না করাই ভালো।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ নির্দেশিকাটি প্রণয়নে প্রফেসর আবু আহমেদ কর্তৃক প্রণীত শেয়ারবাজারে বিনিয়োগ 'জেতার কৌশল' বইটির সহায়তা নেয়া হয়েছে।

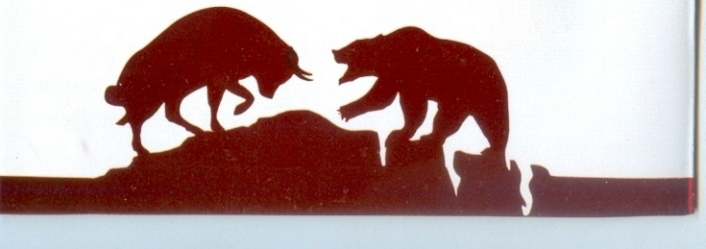

Capital Market Reforms

Reform.

It's all about building the hope of the investors, encouraging growth, setting an example for a prosperous economy.

গবেষণা সেল
ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি
৬৫-৬৬ মতিঝিল বানিজ্যিক এলাকা, ঢাকা
ফোন ঃ ৮৮০ - ২ - ৯৫৫২৫৬২
ফ্যাক্স ঃ ৮৮০ - ২ - ৯৫৬০৮৩০
ইমেইল ঃ info@dhakachamber.com
web ঃ www.dhakachamber.com